চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৯ সেপ্টেম্বর'২০২৩খ্রি.

কর সহনীয় করতে আওতা বাড়ানোয় মনোযোগঃ মেয়র

ব্যক্তির উপর করের বোঝা কমাতে করজালের আওতা বৃদ্ধির কৌশল নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার নগরীর লালদিঘীস্থ চসিক লাইব্রেরি ভবনে আয়োজিত করমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখলাম গৃহকরের ভ্যালুয়েশন নিয়ে জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। দায়িত্ব নিয়েই জনগণকে করের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে প্রতিটি ট্যাক্স সার্কেলে গণশুনানির আয়োজন করেছি। জনগণের বক্তব্য শুনে, যাচাই করে আপিল করা করদাতাদের গৃহকর সহনশীল পর্যায়ে এনে দিয়েছি।

"নগরীর চলমান উন্নয়ন প্রবাহকে সচল রাখতে রাজস্ব আদায় বাড়াতে চেষ্টা করছি। তবে, ব্যক্তির উপর করের বোঝা কমাতে করজালের আওতা বৃদ্ধির কৌশল নেয়া হয়েছে। যারা কর ফাঁকি দেয় তাদেরকে করের আওতায় এনে সাধারণ নাগরিকদের করছাড় দেয়া হচ্ছে।"

সভাপতির বক্তব্যে চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, করদাতাদের সাথে চসিকের রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের আচরণের ক্ষত্রে সংবেদনশীল হতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনারা চসিকের অ্যাম্বেসেডরের ভূমিকা পালন করেন। আপনাদের আচরণের উপর চসিকের ভাবমূর্তি নির্ভর করছে। ইতোমধ্যে রাজস্ব আদায় বাড়াতে আমরা সেরা করদাতাদের পুরস্কৃত করেছি। এ ধরনের সৃজনশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে চসিককে স্বনির্ভর করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী এবং নীলু নাগ। আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ছালেহ আহমদ চৌধুরী, হাজী নুরুল হক, রুমকি সেনগুপ্ত, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, কর কর্মকর্তা মো. সেলিম উদ্দিন শিকদার।

চসিকের সাথে বিআরটিসির চুক্তি, কোটি টাকা সাশ্রয়ের আশা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) মাধ্যমে যানবাহন মেরামতের মাধ্যমে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা সাশ্রয় করার আশা দেখছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)।

মঙ্গলবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠান দুটির মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের প্রথম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে চসিক বিআরটিসির সাথে গাড়ি মেরামতের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিআরটিসির মাধ্যমে চসিকের গাড়িগুলো সবচেয়ে সেরা মানের সেবা পাবে যা চসিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে করবে আরো গতিশীল, সাশ্রয় হবে বিপুল রাজস্ব।

"এ চুক্তির আওতায় আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলো মেরামত করবে বিআরটিসি। প্রাথমিকভাবে চুক্তির আওতায় ১৫৭ টি বজ্যের গাড়ি মেরামত করা হবে, ধীরে ধীরে চসিকের ৬০১ টি গাড়ির সবগুলোই বিআরটিসি মেরামত করবে। ফলে, আমাদের অনেকগুলো অচল গাড়ি সচল হবে ফলে গাড়ির আয়ু বৃদ্ধি পাবে, বাহির থেকে কম সংখ্যক গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করায় গাড়ি মেরামতের ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এ চুক্তির ফলে চসিকের প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।"

অনুষ্ঠানে চসিকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আকবর আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের। বিআরটিসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ড. অনুপম সাহা, মহাব্যবস্থাপক মেজর মো. জাহাঙ্গীর হোসেন আজাদ, ম্যানেজার মো. মফিজ উদ্দিন, মো.

জুলফিকার আলী। আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমন, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব মো. আবুল হাশেম, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ, ঝুলন কুমার দাশসহ প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮